

আল-মসিহ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

### রুকু ৬

(১)তিনি সেই জায়গা ছেড়ে নিজের গ্রামে গেলেন এবং তাঁর সাহাবিরাও তাঁর সাথে গেলেন। (২)সাব্বাতে তিনি সিনাগোগে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। অনেক লোক তাঁর কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগলো, “এই লোক কোথা থেকে এসব শিক্ষা পেলো? এই যে-জ্ঞান তাকে দেয়া হয়েছে তা-ই বা কী? সে মোজেজাও দেখাচ্ছে! (৩)এ কি সেই কাঠমিস্ত্রি, মরিয়মের ছেলে, নয়? হযরত ইয়াকুব র., হযরত জোসি র., হযরত ইহুদা র. ও হযরত সিমোন র. এর ভাই নয়? তার বোনেরা কি এখানে আমাদের মধ্যে নেই?” এভাবেই তাঁকে নিয়ে লোকেরা বাধা পেলো।

(৪)তখন হযরত ইসা আ. তাদের বললেন, “নিজের গ্রাম, নিজের আত্মীয়-স্বজন ও নিজের বাড়ি ছাড়া আর সব জায়গাতেই নবির সন্মান পান।” (৫)তিনি সেখানে কয়েকজন অসুস্থের ওপর হাত রেখে তাদের সুস্থ করা ছাড়া আর কোনো মোজেজা দেখাতে পারলেন না। (৬)লোকেরা তাঁর ওপর ইমান আনলো না দেখে তিনি খুব আশ্চর্য হলেন এবং গ্রামে গ্রামে গিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

(৭)অতঃপর তিনি সেই বারোজনকে নিজের কাছে ডাকলেন এবং প্রচার করার জন্য দু’জন দু’জন করে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তাদের ক্ষমতা দিলেন ভূতদের ওপর। (৮)তিনি তাদের এই হুকুম দিলেন, তারা যেনো যাত্রাপথের জন্য একটি লাঠি ছাড়া আর কিছুই না নেন; এমনকি রুটি, থলি, টাকা-পয়সাও না। (৯)তিনি তাদের জুতা পরতে বললেন বটে কিন্তু একটির বেশি দুটো জামা পরতে নিষেধ করলেন। (১০)তিনি তাদের বললেন, “তোমরা যেখানে যে-বাড়িতে ঢুকবে, সেই জায়গা ছেড়ে না যাওয়া পর্যন্ত সেই বাড়িতেই থেকো। (১১)কোনো জায়গায় লোকেরা যদি তোমাদের গ্রহণ না করে এবং তোমাদের কথা না শোনে, তবে সেই জায়গা ছেড়ে চলে যাবার সময় তোমাদের পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলো, যেনো সেটিই তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হয়।”

(১২)সুতরাং তারা গিয়ে প্রচার করতে লাগলেন যেনো লোকেরা তওবা করে। (১৩)তারা অনেক ভূত ছাড়ালেন এবং অনেক অসুস্থ লোকের মাথায় তেল দিয়ে সুস্থ করলেন।

(১৪)হযরত ইসা আ. এর সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো বলে বাদশা হেরোদও তাঁর কথা শুনতে পেলেন। কোনো কোনো লোক বলছিলো, “উনিই সেই নবি হযরত ইয়াহিয়া আ.। তিনি মৃত থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন বলেই এসব মোজেজা দেখাচ্ছেন।” (১৫)কিন্তু অন্যরা বলছিলো, “উনি হযরত ইলিয়াস আ.” এবং কেউ কেউ বলছিলো, “অনেকদিন আগেকার নবিদের মতো উনিও একজন নবি।”

(১৬)এসব কথা শুনে হেরোদ বললেন, “আমি যে-ইয়াহিয়ার মাথা কেটে ফেলেছিলাম, তিনি আবার বেঁচে উঠেছেন।” (১৭)হেরোদ লোক পাঠিয়ে হযরত ইয়াহিয়া আ.কে বন্দি করেছিলেন এবং তাকে বেঁধে জেলে রেখেছিলেন। (১৮)তিনি তার ভাই ফিলিপের স্ত্রী হেরোদিয়ার জন্যই এটি করেছিলেন, কারণ তিনি হেরোদিয়াকে বিয়ে করেছিলেন। হযরত ইয়াহিয়া আ. হেরোদকে বলতেন, “আপনার ভাইয়ের স্ত্রীকে বিয়ে করা শরিয়ত-সম্মত হয়নি।” (১৯)এজন্য হযরত ইয়াহিয়া আ.-র ওপর হেরোদিয়ার খুব রাগ ছিলো। তিনি তাকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারছিলেন না। (২০)হযরত ইয়াহিয়া আ. যে একজন দীনদার ও পবিত্র-লোক, হেরোদ তা জানতেন বলে তাকে ভয় করতেন এবং তাকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতেন।

হযরত ইয়াহিয়া আ. এর কথা শোনার সময় মনে খুব অস্বস্তি বোধ করলেও হেরোদ তার কথা শুনতে ভালোবাসতেন।

(২১)অবশেষে সেই সুযোগ এলো। হেরোদ নিজের জন্মদিনে তার বড়ো বড়ো রাজকর্মচারী, সেনাপতি ও গালিলের প্রধান প্রধান লোকদের জন্য ভোজের আয়োজন করলেন। (২২)হেরোদিয়ার মেয়ে সেই ভোজসভায় এসে নাচ দেখিয়ে হেরোদ ও তার মেহমানদের সন্তুষ্ট করলো। তখন বাদশা মেয়েটিকে বললেন, “তুমি যা চাবে, আমি তোমাকে তা-ই দেবো।” (২৩)তিনি তাকে শপথ করে বললেন, “তুমি আমার কাছে যা-কিছু চাবে, আমি তোমাকে তা-ই দেবো; এমনকি আমার রাজ্যের অর্ধেক পর্যন্ত হলেও দেবো!”

(২৪)সে বাইরে গিয়ে তার মাকে বললো, “আমি কী চাবো?” তিনি বললেন, “ইয়াহিয়ার মাথা।”

(২৫)সে তখনই গিয়ে বাদশাকে বললো, “আমার ইচ্ছা এই যে, আপনি এখনই একটি থালায় করে আমাকে ইয়াহিয়ার মাথা এনে দিন।” (২৬)বাদশা খুব দুঃখিত হলেন কিন্তু ভোজে যারা অংশ নিয়েছিলেন, তাদের সামনে কসম খেয়েছিলেন বলে মেয়েটিকে ফিরিয়ে দিতে চাইলেন না। (২৭)বাদশা তখনই ইয়াহিয়ার মাথা কেটে আনার জন্য একজন জল্লাদকে হুকুম দিলেন। (২৮)সে জেলখানায় গিয়ে তার মাথা কেটে ফেললো এবং থালায় করে এনে মেয়েটিকে দিলো; (২৯)আর মেয়েটি তা নিয়ে গিয়ে তার মাকে দিলো। এই খবর পেয়ে তার সাহাবিরা এসে তাঁর দেহমোবারক নিয়ে গিয়ে দাফন করলেন।

(৩০)হাওয়ারিরা হযরত ইসা আ. এর কাছে ফিরে এলেন এবং তারা যা যা করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন, তার সবই তাঁকে জানালেন। (৩১)সেই সময় অনেক লোক সেখানে আসা-যাওয়া করছিলো বলে তারা কিছু খাবার সুযোগ পেলেন না। সেজন্য তিনি তাদের বললেন, “তোমরা কোনো একটি নির্জন জায়গায় এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করো।”

(৩২)তখন তারা নৌকায় করে একটি নির্জন জায়গার উদ্দেশে রওনা দিলেন। (৩৩)তাদের যেতে দেখে অনেকেই তাদের চিনতে পারলো; এবং আশেপাশের গ্রামগুলো থেকে দৌঁড়ে গিয়ে তাদের আগেই সেখানে উপস্থিত হলো। (৩৪)তিনি নৌকা থেকে নেমে অনেক লোক দেখতে পেলেন। তাদের জন্য তাঁর খুব মমতা হলো, কারণ তাদের অবস্থা রাখালহীন ভেড়ার মতো ছিলো। তিনি তাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন।

(৩৫)দিনের শেষে হাওয়ারিরা এসে তাঁকে বললেন, “জায়গাটি নির্জন, বেলাও প্রায় ডুবে গেছে; (৩৬)এদের বিদায় দিন, যেনো এরা আশেপাশের পাড়া ও গ্রামগুলোতে গিয়ে নিজেদের জন্য কিছু খাবার কিনতে পারে।” (৩৭)কিন্তু তিনি তাদের উত্তর দিলেন, “তোমরাই ওদের কিছু খেতে দাও।” তারা তাঁকে বললেন, “আমরা কি দুশো দিনারের রুটি কিনে এনে এদের খাওয়াবো?” (৩৮)তিনি তাদের বললেন, “তোমাদের কাছে ক’টি রুটি আছে? গিয়ে দেখো।” তারা দেখে এসে বললেন, “পাঁচটি এবং দুটো মাছ।”

(৩৯)তখন প্রত্যেককে সবুজ ঘাসের ওপর সারি সারি বসিয়ে দেবার জন্য তিনি তাদের হুকুম দিলেন। (৪০)সুতরাং লোকেরা একশো একশো ও পঞ্চাশ পঞ্চাশজন করে সারি সারি বসে গেলো। (৪১)তিনি সেই পাঁচটি রুটি আর দুটো মাছ নিয়ে আসমানের দিকে তাকিয়ে শুকরিয়া জানালেন আর লোকদের দেবার জন্য রুটি ভেঙে হাওয়ারিদের হাতে দিলেন। (৪২)তিনি সকলকে মাছ দুটোও ভাগ করে দিলেন। সকলে খেলো এবং সন্তুষ্ট হলো। (৪৩)তারা বাকি রুটি ও মাছের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে বারোটি ঝুড়ি ভর্তি করলেন। (৪৪)যারা রুটি খেয়েছিলো, তাদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ছিলো পাঁচ হাজার।

(৪৫)তখনই তিনি হাওয়ারিদেরকে তাগাদা দিলেন, যেনো তারা নৌকায় উঠে তাঁর আগে লেকের ওপারে বেতসাইদা গ্রামে যান। (৪৬)এদিকে তিনি লোকদের বিদায় করে মোনাজাত করার জন্য পাহাড়ে উঠে গেলেন।

(৪৭)সন্ধ্যায় হাওয়ারিদের নৌকাটি ছিলো লেকের মাঝখানে এবং তিনি একাই ডাঙায় ছিলেন। (৪৮)তিনি দেখলেন, হাওয়ারিরা খুব কষ্ট করে দাঁড় বাচ্ছেন, কারণ বাতাস তাদের উল্টো দিকে ছিলো। প্রায় শেষরাতের দিকে তিনি লেকের ওপর দিয়ে হেঁটে তাদের কাছে এলেন এবং তাদের ফেলে এগিয়ে যেতে চাইলেন। (৪৯)কিন্তু তারা তাঁকে পানির ওপর দিয়ে হাঁটতে দেখে ভৃত মনে করে চিৎকার করে উঠলেন, (৫০)কারণ তাঁকে দেখে সকলেই ভয় পেয়েছিলেন। তখনই তিনি তাদের সাথে কথা বললেন। তিনি বললেন, “সাহস করো, এ তো আমি; ভয় করো না।” (৫১)তিনি তাদের নৌকায় ওঠার পর বাতাস থেমে গেলো। এতে তারা খুব আশ্চর্য হলেন; (৫২)কারণ ঝড়ির ব্যাপারটি তারা বুঝতে পারেননি; তাদের মন কঠিন হয়ে ছিলো।

(৫৩)অতঃপর তারা লেক পার হয়ে গিনেসরত এলাকায় এসে নৌকা বাঁধলেন। (৫৪)নৌকা থেকে নামতেই লোকেরা তাঁকে চিনতে পারলো (৫৫)এবং এলাকার সমস্ত জায়গায় দৌঁড়াদৌঁড়ি করতে লাগলো। তারপর তিনি কোথায় আছেন তা জেনে নিয়ে বিছানায় করে তাদের রোগীদের তাঁর কাছে বসে নিয়ে আসতে লাগলো।

(৫৬)মাঠে-ময়দানে, গ্রামে বা নগরে, যেখানেই তিনি গেলেন, সেখানকার লোকেরা রোগীদের এনে বাজারের মধ্যে জড়ো করলো। তারা তাঁকে কাকুতি-মিনতি করলো, যেনো তারা কেবল তাঁর চাদরের ঝালরটি ছুঁতে পারে। আর যারা ছুঁলো তারা সুস্থ হলো।